গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নথি নং-৫(১৩)১৭৫/বন্ড কমি:/কাস্টম শাখা/কমিটি/২০০৬/ তারিখ:...../৬/২০১২

বিষয় : কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে বিজিএমইএ প্রতিনিধি দলের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ	১৮.৬.২০১২
স্থান	ঃ	সম্মিলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ টা
সভাপতি	ঃ	জনাব এম. হাফিজুর রহমান কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে কর্মরত সরকারী কমিশনার তদুর্ধ কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৮.০৬.২০১২ তারিখে বন্ড কমিশনারেটের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হয়:

০১. **আলোচ্য বিষয়** : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী ২ বছরের অডিট অনিষ্পন্ন রয়েছে তাদের অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড জারী প্রসংগে।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকে তাদের অনুকূলে ৩ বছরের জেনারেল বন্ডের পরিবর্তে ৩ মাসের অস্থায়ী জেনারেল বন্ড জারী করা হচ্ছে যা তৈরী পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নথি নং-৩(২১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১০৫ তারিখ ১০.০১.২০০১ এর 'ঙ' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী ২ বছরের অডিট অনিষ্পন্ন থাকলেও শর্ত সাপেক্ষে আবেদনের সাথে সাথে জেনারেল বন্ড জারী করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ হতে পত্র নং-বিজিএ/পোর্ট/২০১২/১২২৪২ তারিখ ২৭.৫.২০১২ প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৩(২১) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৮/১০৫ তারিখ ১০.০১.২০০১ এর অনুচ্ছেদ 'ঙ' এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট

দুই বছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড জারী করা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্যঃ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বন্ড কমিশনাটে থেকে জানানো হয় যে সকল প্রতিষ্ঠানের ২ বছর পর্যন্ত অডিট অনিষ্পন্ন আছে তাদের অন্য কোন সমস্যা না থাকলে সাধরণত তাদের লাইসেন্স স্থগিত করা হয় না। শর্ত সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে ৩ মাস ও ২১ দিনের জেনারেল বন্ড প্রদান করা হয়। তিন বছর বা তার অধিক সময় অডিট অনিষ্পন্ন থাকলে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী সাপেক্ষে লাইসেন্স স্থগিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত : যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট দুই বছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড জারীর বিজিএমইএ এর অনুরোধ বিবেচনা করার সুযোগ নেই। বিজিএমইএ -কে তার সদস্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত অডিট করানোর বিষয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করা হয়।

০২. **আলোচ্য বিষয়** : প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা এবং অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : বর্তমানে অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাস্টমস অডিট কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি চাওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে বন্ড কমিশনারেট এর স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১০.১০.২০০৯ এর আলোকে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন এবং ত্বারান্বিত করা বাঞ্ছণীয়।

এছাড়া প্রতিটি ইউডি এর বিপরীতে সকল ধরনের জাহাজীকরণ দলিলাদি চাওয়া হচ্ছে যা আদৌ যক্তিযুক্ত নয়। কারণ যে সব প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির পরিমাণ বেশী তাদের পক্ষে তা সরবরাহ করা আর্থিক দিক থেকে সঙ্গত হবে না এবং বন্ড কমিশনারেটে জায়গার সংকুলান হবে না। এ ছাড়াও এত দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে অডিট কার্য সম্পাদন করা কাস্টমস কর্মকর্তার পক্ষেও সম্ভব হবে না। ফলে অিটট কার্যক্রম বিলম্বিত হবে। এ ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলঅদি যাচাই করলে অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অডিট কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য দারুনভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং অডিট কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বন্ড কমিশনারেট থেকে জানানো হয় এ দপ্তরের স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১৩.১০.২০০৯ এর আলোকেই অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অডিট একটি ব্যাপক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ না করে অডিট কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নির্ধারিত ৯০ দিন সময়ের মধ্যেই অডিট নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : স্থায়ী আদেশ নং-১/২০০৯ তারিখ ১৩.১০.২০০৯ এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।

০৩. **আলোচ্য বিষয় :** বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/২০২ ধারা জারী/ BIN Lock করা হলেও রপ্তানি কার্যক্রম অনুমোদন করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : অডিট কার্যক্রম সময়মত সম্পাদন না করাসহ বিভিন্ন কারণে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/ BIN Lock/২০২ ধারা জারী করা হয়, ফলে পূর্বের আমদানিকৃত কাঁচামাল/স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত কাপড়দ্বারা তৈরী পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আদেশ বাতিলপূর্বক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত বিষয়ে গত ২৩.১.২০০৪ তারিখে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর অফিস আদেশে উল্লেখ রয়েছে যে, "নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকার কারণে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি এলসি, ইউডি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যথাযথ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি অনুমোদন করা যাবে"। এছাড়াও কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারায় সরকারী পাওনা আদায়ে আমদানিকৃত পণ্য খালাস বন্ধের নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না মর্মে কোন নির্দেশনা নেই।

পোশাক বন্ড প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স স্থগিত / BIN Lock/২০২ ধারা জারী করা হলেও উক্ত আদেশেই রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে মর্মে বিষয়টি উল্লেখ থাকা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য হলো বন্ড কমিশনারেট ছাড়া অন্য দপ্তরের জারীকৃত ২০২ ধারা/ BIN Lock/বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হলে অত্র দপ্তরের করণীয়

কিছু নেই। তবে বন্ড কমিশনারেট থেকে ২০২ ধার জারী/ BIN Lock/লাইসেন্স স্থগিত রাখা হলে অত্র দপ্তরের প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুমতি প্রদান করা যায়।

সিদ্ধান্ত : এ দপ্তরের জারীকৃত ২০২ ধারা / BIN Lock/বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হলে প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে চালান ভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি চালানের প্রত্যাবাসিত মুদ্রা হতে সরকারী পাওনা পরিশোধের শর্ত আরোপ করা যায়।

০৪. **আলোচ্য বিষয়** : একটি প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশন বা ডিমান্ডের কারণে সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা।

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭/অংশ-১/৩৪৪(২) তারিখ ২৯.৪.২০০৮ মোতাবেক, গ্রুপ অব কোম্পানীর ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশন বা দাবীনামা ১০ লক্ষ টাকার কম থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২ ধারা জারী না করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিঘ্নিত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেক্ষেত্রে সাসপেনশন/ডিমান্ডকৃত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালক মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে কিন্তু বন্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিচালকের মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সাসপেনশন/দাবীনামায় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্য কোন সমস্যা না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার সুযোগ প্রদান করা এবং সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম হালনাগাদ সম্পন্নকরণে অনুমোদন প্রদান করা যায়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: আলোচ্য বিষয়ে বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য হলো সাসপেনশন/ডিমান্ডকৃত অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্য কোন সমস্যা না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত বিজিএমইএ এর সুপারিশ বিবেচনায় নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্ত : একটি প্রতিষ্ঠানের সাসপেনশন বা ডিমান্ডের কারণে সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার সুযোগ সংক্রান্ত বিজিএমইএ'র প্রস্তাব বিবেচনার সুযোগ নেই। এতে সরকারী বকেয়া রাজস্ব আদায় ব্যাহত হবে এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

০৫. **আলোচ্য বিষয়** : বিভিন্ন সমস্যার কারণে সময়মত নিরীক্ষা না হওয়া বা অন্যান্য সমস্যার কারণে ২০২ ধারা জারী/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান

বিজিএমইএ এর বক্তব্য : পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম ২-৩ বছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন থাকায় বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার কারণে বন্ড কমিশনার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০২ ধারা জারী/বিন লক করা হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে আমদানিকৃত মালামাল ছাড় করাতে না পেরে তা স্টকলটে পরিণত হচ্ছে এবং সংশ্লিস্ট প্রতিষ্ঠান বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছে।

যেহেতু অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এক্ষেত্রে অডিট সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করা হলে বিজিএমইএ'র সুপারিশের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র (NOC) প্রদান করা বাঞ্ছণীয়।

বন্ড কমিশনারেটের বক্তব্য: ২০২ ধারা জারী/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ১০০% নি:শর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে ছাড় করতে পারে।

সিদ্ধান্ত : ২০২ ধারা জারী/বিন লক হলে আমদানিকৃত মালামাল প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে ছাড়করণের বিজিএমইএ এর সুপারিশ বিবেচনার সুযোগ নেই। তবে ব্যাংক গ্যারান্টির ভিত্তিতে ছাড় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

০৬. **বিবিধ: ইউডি অটোমেশন** : বিজিএমইএ এর সভাপতি মহোদয় সভাকে ইউডি অটোমেশন এর অগ্রগতি াবহিত করে জানান যে, এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি তা পরিদর্শন করার জন্য কমিশনার মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত : (ক) বন্ড কমিশনারেট হতে কমিশনার মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি টিম বিজিএমইএ -এর ইউডি অটোমেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।

(খ) আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিজিএমইএ অনলাইনে ইউডির তথ্য বন্ড কমিশনারেটকে সরবরাহ করবে।

০৭. সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[এম. হাফিজুর রহমান]
কমিশনার
☎- ৯৩৪৭০০০